আমাদের সময়

তারিখ 12 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

জঙ্গি কর্মকাণ্ডে উচ্চ শিক্ষিতরাই

হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম ●

শুরুটা হয়েছিল সাধারণ গ্রাম পর্যায়ের কিশোরদের দিয়ে। আর এখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, স্নাতকোত্তর পাস, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়মিত জড়িত হচ্ছেন জঙ্গি কর্মকাণ্ডে। সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়া জেএমবির প্রত্যেক সদস্যই সরকারি-বেসরকারি অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যেও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. অনুপম সেন এ প্রসঙ্গে বলেন, চলমান সমাজব্যবস্থার বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে তরুণরা সবসময় একটি আদর্শিক জায়গা খোঁজে। এ মানসিকতা থেকে এক সময় অনেকেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকত। কিন্তু বর্তমান সময়ে পথহারা কিছু তরুণ আত্মঘাতী ও বিকৃত আদর্শ চর্চা করছে। তাদেরই হাত ধরে এখানে জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সামাজিক ভেদাভেদ ও ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গত ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নগর গোয়েন্দা পুলিশ। তারা তিনজনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের ছাত্র। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে হাটহাজারীর আমানবাজারে জেএমবির চট্টগ্রাম প্রধান ফারদিন ওরফে নোমানের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরকসহ সেনাবাহিনীর ১২ সেট পোশাক উদ্ধার করা হয়।

জেএমবির এই তিন সদস্য হলেন– নাইমুর রহমান নয়ন, মো. শওকত রাসেল ও ফয়সাল মাহমুদ। তাদের মধ্যে আবার ফয়সাল মাহমুদ বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর অঞ্জন কুমার চৌধুরীর অধীনে থিসিস করার অনুমতিও লাভ করেন। তার থিসিসের বিষয় ছিল কোয়ান্টাম ফিল্ড থিউরি (কিউএফটি)।

প্রফেসর অঞ্জন কুমার চৌধুরী বলেন, ফয়সাল এভাবে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে তা জানতাম না। এখন তার আর থিসিস করার সুযোগ নেই।

নিষিদ্ধ জেএমবির চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান ফারদিন এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

জঙ্গি কর্মকাণ্ডে উচ্চ শিক্ষিতরাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ওরফে নোমানও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অতিমাত্রায় জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে যাওয়ায় তিনি নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারেননি। ফলে দ্বিতীয় বর্ষেই তার শিক্ষাজীবন শেষ হয়।

এর আগে বাণিজ্য অনুষদ থেকে স্নাতকোত্তর দুই ছাত্রকে হিযবুত তাহরির কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হলেন– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স থেকে স্নাতকোত্তর সুহান ইয়াসিন ইকবাল ওরফে পিয়াস ও তার ছোট ভাই সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ থেকে ব্যবস্থাপনা বিভাগে লেখাপড়া সম্পন্ন করা সাফফাত ইয়াসিন ইকবাল ওরফে তিয়াস। ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি কাতালগঞ্জে জঙ্গি প্রচারণার সময় দুই ভাই গ্রেপ্তার হন। পরে জামিনে বেরিয়ে এসে আবারও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন তারা। শেষে পৃথক পৃথক জায়গা থেকে আবারও গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে দুই ভাই কারাগারে আছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মারুফ আল রাসেল চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিযবুত তাহরিরের প্রধান হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এক সময় তিনি সহকারী জজ হিসেবে চাকরি নেন। কিন্তু বিচারকের কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি জঙ্গি কর্মকাণ্ডও অব্যাহত রাখেন। 'এটাই আমার শপথ' নামে জঙ্গি কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি বইও প্রকাশ করেন তিনি। ২০১৩ সালে পুলিশ প্রশাসন তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তিনি আত্মগোপন করেন। পুলিশ নগরীর খুলশী এলাকায় তার বাসভবন তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ জঙ্গি সংশ্লিষ্ট বই ও প্রচারপত্র উদ্ধার করে।